বিশ্ব তথ্য সমাজ শীর্ষ সম্মেলনের প্রয়োজন কেন?

১৯৮৪ সালে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের রিপোর্টে যাকে 'হারানো সংযোগ' বলে উলেখ করা হয়েছিল, বিশ্ব তথ্য সমাজ শীর্ষ সম্মেলনের মূল সেখানেই নিহিত। এতে উদীয়মান অর্থনীতি ও উন্নত বিশ্বের মধ্যে টেলিযোগাযোগের বিদ্যমান ব্যবধানকে চিহ্নিত করে বিশ্বের জীবন মানোন্নয়নে টেলিযোগাযোগকে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে উলেখ করা হয়। সমীক্ষায় সর্বজনীন টেলিযোগাযোগ উন্নয়নে অনুকূল নীতি বাস্তবায়নের জন্য অনেক সরকারকে জোর তাগিদ দেয়া হয়; নতুন ব্যবস্থায় ব্যয় ও জটিলতা নাটকীয়ভাবে কমে যায়।

ফলে, বিশেষ করে বিগত পাঁচ বছরে টেলিযোগাযোগ ঘনত্ব উলেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মোবাইল ফোন গ্রাহকের সংখ্যা ১৯৯২ সালের ৩০ লাখ থেকে ৫৩ কোটিতে পৌঁছে যায়। এ সময়ে ঐসব অঞ্চলে ব্যক্তিগত কম্পিউটার প্রায় ১২ গুণ বৃদ্ধি পায়। উচ্চ গতিসম্পন্ন ইন্টারনেটের সামান্য সুযোগ নিয়ে ডাক্তার, শিক্ষক ও কর্মসংস্থান প্রত্যাশীরা সারা বিশ্বে কথাবার্তা বলতেও এক সঙ্গে কাজ করতে পারেন, ওয়েবসাইটে দ্রুত ও ব্যাপক প্রাপ্ত তথ্য জনসচেতনতা ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং দূরশিক্ষণের মাধ্যমে তরুণদের শিক্ষার দিগন্ত বিস্তৃত করছে। তবে এখনো বিস্তর ব্যবধান বিদ্যমান। শতকরা ৩ ভাগের কম আফ্রিকান যে কোনো ধরনের টেলিযোগাযোগের সুযোগ পাচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশের জনসংখ্যা বিশ্ব জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ হলেও তাদের শতকরা মাত্র এক-তৃতীয়াংশ ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। বিশ্বে ১০ লাখ গ্রাম সংযোগবিহীন। আফ্রিকার ৭৬ কোটি নাগরিকের চেয়ে লুক্সেমবার্গের ৪ লাখ নাগরিকের আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট সংযোগ বেশি। বিশ্ব তথ্য সমাজ শীর্ষ সম্মেলন সময়োচিত। কারণ প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক ও নিয়ন্ত্রণমূলক শক্তিগুলোকে বিন্যস্ত করার মাধ্যমে ডিজিটাল বিভক্তি সত্যিকারভাবে দূর করা সম্ভব হবে। পুরোপুরিভাবে কাজে লাগানো হলে নতুন প্রযুক্তির আর্থ-সামাজিক প্রভাব শিল্প বিপবের প্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে।

সম্মেলনের উদ্দেশ্য হলো খুব দ্রুত শুরু করে সুযোগের ত্বরিত প্রসার ঘটানো এবং সকলের সক্রিয় সহযোগিতা ও প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ। সর্বজনীন সমতার মানবিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা, ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র, প্রকাশের স্বাধীনতা, পারস্পরিক সহনশীলতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জনকেন্দ্রিক তথ্য সমাজের জন্য অপরিহার্য।

এসব কারণে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান দারিদ্র্য, ক্ষুধা, নিরক্ষরতা, রোগ-ব্যাধি ও পরিবেশের অবনতিরোধ এবং একটি অধিক শান্তিপূর্ণ সমৃদ্ধ বিশ্ব গঠনের জন্য সহস্রাব্দ শীর্ষ সম্মেলনে রাষ্ট্রপ্রধানদের নির্ধারিত লক্ষ্যগুলো পূরণের উপায় হিসেবে বিশ্ব তথ্য সমাজ শীর্ষ সম্মেলনকে অনুমোদন করেছেন। তিনি ডিজিটাল বিভক্তি বিদূরণে সুলভ ও সহজলভ্য সুযোগ হিসেবে Wi-Fi (ব্রডব্যান্ড অয়ারলেসের বৈশিষ্ট্যযুক্ত) প্রযুক্তির কথা বিশেষভাবে উলেখ করেন।

বিশ্ব তথ্য সমাজ শীর্ষ সম্মেলনের লক্ষ্য আলোচনার চেয়ে বেশি। সম্মেলনের বাস্তব ও পরিমাপযোগ্য লক্ষ্য হলো স্প্যামের মতো যেসব সমস্যা সমাধানের জন্য বিশ্ব উদগ্রীব হয়ে আছে, সেগুলোর নিরসন ঘটানো এবং যেসব কারিগরি হাতিয়ার হাতের কাছে আছে সেগুলো কাজে লাগানো আর সকল পক্ষের সক্রিয় উপকরণ ও অঙ্গীকারের মাধ্যমে কর্মসূচি দ্রুত বাস্তাবায়নের পথ সুগম করা। বিশ্ব তথ্য সমাজ শীর্ষ সম্মেলনের দু'ধাপবিশিষ্ট ব্যবস্থার মধ্যে অগ্রগতি নিরূপণ ও নতুন লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য ২০০৫ সালে তিউনিসে একটি ফলানুবর্তন বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে, যা নিশ্চিত করবে যে, ধারণা হাওয়ায় মিলিয়ে যায় না। শীর্ষ সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ ফল হবে একটি নীতিমালা ঘোষণা বা আজকের তথ্য সমাজের জন্য একটি পথ নির্দেশিকা ও তার ভিত্তিতে নেয়া একটি কর্মপরিকল্পনা।